৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৩

(প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে)# “BeatPlasticPollution
“ সবাই মিলে করি পণ,
বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ।”.

বিশ্বে প্রতিবছর ৪০০ মিলিয়ন টনের বেশী প্লাস্টিক উৎপাদিত হয় যার অর্ধেকই একবার ব্যবহার উপযোগি করে প্রস্তুত করা (সিঙ্গেল ইউজ) এবং ৯% ভাগ মাত্র পুনর্ব্যবহার করা হয়। বিশ্বে উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যর ৫১ শতাংশ উৎপাদন হচ্ছে এশিয়া মহাদেশে এবং তার ২.৪৭ শতাংশ বাংলাদেশে উৎপাদন হয়। প্লাস্টিক দূষণ বিশ্বের সব দেশে এবং সব পরিবেশে কমবেশি বিদ্যমান । এভারেস্টের চূড়া থেকে প্রাশান্ত মহাসাগরের গভীর তলদেশ এবং কি বরফে ঢাকা মেরু অঞ্চলেও প্লাস্টিক দূষণ বিস্তৃত। ধারণা করা হয় প্রতিবছর ১৯-২৩ মিলিয়ন টনের প্লাস্টিকের শেষ গন্তব্যস্থল নদী কিংবা সমুদ্রে যা পরিবেশ তথা পৃথিবীর জন্য এক বড় হুমকি।

পরিবেশ, প্রকৃতি এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচী (ইউনেপ) ১৯৭৩ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রতিপাদ্য এবং আয়োজক দেশ নির্ধারণ করে। তারই ধারাবাচিকতায় ২০২৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে “প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে” এবং এবারের আয়োজক দেশ Cote d’Ivoire/আইভরি কোস্ট। এবছরের স্লোগান হচ্ছে “ **সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ।**”

গত ৫০ বছরে পৃথিবীতে মাথাপিছু এক টনের বেশি প্লাস্টিকের দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে। এসব পচনরোধী প্লাস্টিক বর্জ্যর শতকরা ১০ ভাগ পুড়িয়ে ধ্বংস (যদিও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ১০-১৩ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য পোড়ানোর মাধ্যমে ঘটছে বলা হয়) করা হলেও বাকি ৯০ শতাংশের বেশি পৃথিবীর পরিবেশকে নানাভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। এসব ক্ষতিকর পচনরোধী বর্জ্য পরিবেশে শত শত বছর পর্যন্ত থাকতে পারে এবং ক্ষয় হয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে সরাসরি মাটি ও পানিতে গিয়ে জমা হচ্ছে ফলশ্রুতিতে মাটি ও পানির জৈব গুণ নষ্ট কারা ছাড়াও তা খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করছে। ফলে ক্যানসার উচ্চ রক্তচাপসহ নানা রোগ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশোধনী আইন, ২০২১ অনুসারে ৭৫ মাইক্রনের কম ওজনের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার, বিক্রি, বন্টন, মজুত বা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে এবং সে আইন ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সাল থেকে কার্যকর হলেও বাজারে এসব নিষিদ্ধ ক্যারিবেগের কোন অভাব নেই। পরিবেশবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্যের ৮৭ শতাংশই পরিবেশবান্ধব সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ফেলা হয় না। দেশে প্রতিদিন ৪০০০ থেকে ৪৫০০ টন বর্জ্য তৈরি হয় যার ৭৬০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য।এর আগে ২০১৫ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, সমুদ্রোপকূলে প্লাস্টিক বর্জ্য অব্যবস্থাপনার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ১০ম।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিদিন কি পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য মাটি ও পানিতে পতিত হচ্ছে তার কোন গবেষণা না থাকলেও সেটি যে একেবারে কম হবেনা তা বলা যায়। পাহাড়ের প্রধান প্রধান নদী চেংগী, মাইনী, কাসালং, কর্ণফুলী তথা হ্রদের পাড়ে গড়ে উঠা হাট-বাজার থেকে প্রতিদিন যে পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা হচ্ছে তার বিশাল অংশ কাপ্তাই হ্রদের তলদেশে এসে জমা হয়ে হ্রদের পানিকে দূষিত করছে। দূষণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে জেলেদের ফেলে দেওয়া ও ছিড়ে যাওয়া নাইলনের জাল। একদিকে এসব জাল ও মাছ ধরার সামগ্রী নদীর পানিকে বিষিয়ে তুলছে, একই সঙ্গে তা মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর পেটে যাচ্ছে। কাপ্তাই হ্রদ তথা কর্ণফুলীর ডাউন স্ট্রীমে নদীর তলদেশে ২-৭ মিটার পুরু পর্যন্ত প্লাস্টিক-পলিথিন ময়লা-আবর্জনার স্তুপ থাকায় ড্রেজার সঠিক ভাবে কাজ না করায় কয়েক বছর আগে ড্রেজিং প্রকল্প অর্ধসমাপ্ত রেখেই থামতে হয়েছে ; পরবর্তীতে নদীর তলদেশ থেকে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৫১ লাখ ঘনমিটার বর্জ্যে অপসারন করা হয় যার মধ্যে ২৫-২৭ লাখ হাজার ঘনমিটারই প্লাস্টিক ছিল।

প্লাস্টিক দূষণের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে নদী এবং সামুদ্রিক প্রতিবেশ। প্লাস্টিক দূষণের ফলে প্রতি বছর ১০ লাখ সামুদ্রিক পাখি এবং এক লাখ সামুদ্রিক প্রাণী মৃত্যুবরণ করে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, বর্তমানে প্রতি বর্গমাইল সমুদ্রে ৪৬ হাজার টুকরা/কণা প্লাস্টিক জমা হয়েছে। প্রতিদিন ৮০ লাখ টুকরো প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে পতিত হচ্ছে। এভাবে জমতে জমতে বড় বড় মহাসাগরে প্লাস্টিক বর্জ্য জমাকৃত এলাকা (প্যাঁচ) তৈরি হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে বর্তমানে প্লাস্টিক বর্জ্যর প্যাঁচের আয়তন প্রায় ১৬ লাখ বর্গকিলোমিটার যা

বাংলাদেশের আয়তনের ১০ গুণ। প্লাস্টিক বর্জ্যর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করছে প্লাস্টিক ব্যাগ বা পলিথিন ব্যাগ। প্রতি মিনিটে ১০ লাখ প্লাস্টিক ব্যাগ আমরা ব্যবহারের পর ফেলে দিচ্ছি। প্রতি বছর ৮৩০ কোটি প্লাস্টিক ব্যাগ ও প্লাস্টিকের টুকরো আমরা অসচেতনভাবে সমুদ্রসৈকতে ফেলে আসছি। বর্তমানে সমুদ্র থেকে আহরিত প্রতি তিনটি মাছের একটির পেটে প্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে।

একথা ঠিক যে, আমাদের জীবনে প্লাস্টিক দ্রব্যের ভূমিকা স্বীকার্য, তবে তা ব্যবহারে সতর্কতা ও পরিমিতি আবশ্যক। জাতীয়ভাবে প্লাস্টিক দূষণ ব্যবস্থাপনায় প্রণীত আইনের কঠোর বাস্তবায়ন ছাড়াও সাধারণ জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ একান্তই অপরিহার্য।

প্লাস্টিক দূষণ কমানো ছাড়াও বন ও পরিবেশ রক্ষার্থে পার্বত্য এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কিছু করণীয়ঃ

১। প্লাস্টিকের ব্যাগ, পরিষ্কার প্লাস্টিকের পাতলা মোড়ক, কফির কাপ ও ঢাকনার মতো একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার না করা অথবা পরিমিত ব্যবহার ।

২। পাটের অথবা বারবার ব্যবহারযোগ্য বাজারের ব্যাগ বহন করা।

৩। ভাঁজ করে ছোট করে রাখা যায় এমন কাপড়ের ব্যাগ বহন করা।

৪। পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্য যত্রতত্র ফেলা বা নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা।

৫। যেসমস্ত গ্রামে / পাড়ায় / মৌজায় পূর্বে গ্রামীন সাধারণ বন (ভিসিএফ) ছিল, বর্তমানে নেই সেই সমস্ত পাড়ায়/গ্রামে বা মৌজায় গ্রামীন সাধারণ বন (ভিসিএফ) পুনরুদ্ধার করে প্রাণবৈচিত্র্য/বন/বন্যপ্রাণী ফেরত এনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

৬। বিভিন্ন প্লাস্টিক সামগ্রী পুনঃব্যবহারকরণ বাড়াতে হবে।

৭। ঝিরি, ছড়া, নদী এবং হ্রদে মৎস্য আহরণের ব্যবহৃত জাল কিংবা জালের ছেড়া অংশ পানিতে ফেলা থেকে বিরত থাকা।

৮। বন, ঝিরি, নদী এবং খাল থেকে পাথর উত্তোলনে বিরত থাকা এবং পাথর উত্তোলন রোধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৯। ঝিরি, নদী, ছড়া ও খালের পানির উৎসসমূহ সংরক্ষণ করা।

১০। নদী, ঝিরি কিংবা ছড়া পাড়ের ঝোপঝাড় কেটে চাষাবাদ থেকে বিরত থাকা অথবা অন্তত পানির কিনারের ঝোপঝাড় না কেটে চাষাবাদ করা।

১১। বন উজাড় এবং বন অবক্ষয়ের ফলে মাটিক্ষয় হয়ে নদীতে পতিত হচ্ছে এবং পলি জমাট বাঁধের ফলে নদীর নাব্যতা হারিয়ে যাচ্ছে এবং জনগণের যোগাযোগের অসুবিধা হচ্ছে। তাই বন ধ্বংস না করে সংরক্ষণ করি এবং মাটির ক্ষয়রোধ করি।

চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ওয়াটারশেড কো-ম্যানেজমেন্ট এক্টিভিটি, এসআইডি-সিএইচটি

প্রচারে/ আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস

ASHIKA
Development Associates